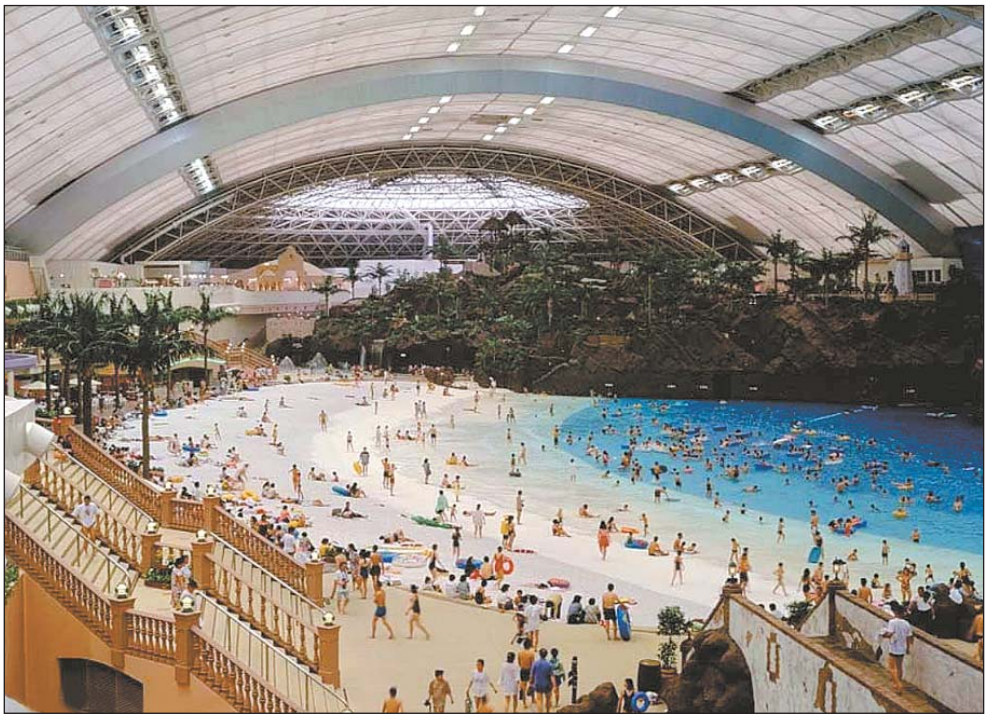

প্রাযুক্তিক উৎকর্ষতার পীঠস্থান জাপান। এক বিচিত্র বামুনের দেশ। আকারে খর্বকায়, স্বপ্ন আকাশ ছোঁয়ার। মাইক্রো ছাড়িয়ে প্রবেশ করেছে ন্যানো দুনিয়ায়। হাইটেক সব প্রযুক্তিকে ছোট্ট প্যাকেটে পুরে দিয়েই সন্তুষ্ট নয়, সমুদ্রকে বন্দি করেছে চার দেয়ালের সীমানায়, এক ছাদের নিচে। পৃথিবীর একমাত্র ইনডোর কৃত্রিম সমুদ্র Sea Gaia ওশান ডোমে আপনাকে স্বাগতম... লিখেছেন **জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল**

ঘরের ভিতর সমুদ্র

mvM‡ii Zxi †_‡K 300 wgUvi `‡i KwÎg mvMi Ikvb †Wvg

কাইউশুর মিয়াজিকিতে এই সমুদ্রের আকাশ সবসময়ই নীল। কখনোই খুব গরম কিংবা খুব ঠান্ডা নয় বাতাস। পানিতে লবণ নেই, নেই কোন দুষণ। সার্ফিংয়ের জন্য উপযুক্ত ঢেউ। সমুদ্র ঘেঁষে রয়েছে বিশাল বালির তট। সবকিছু যেমন যখন প্রয়োজন তার সবই আছে। চারপাশ এতো নিখুঁত যে ভুলে যাবেন, এটি একটি কৃত্রিম সমুদ্র। এর সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে মানুষ, প্রকৃতি নয়।

সমুদ্রের নীল পানিতে হাঁটু ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ বিশাল এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো গায়ে। তারপর আরেকটি ঢেউ। তৃতীয় ঢেউটি মাথা সমান। ভেসে গেলেন আপনি ঢেউয়ের দোলায়। কৃত্রিম ঢেউয়ের এই বিষয়টি কিন্তু নতুন নয়। ১৯৮৫ সালে পেনসিলভেনিয়ার এলেনটাউন সার্ফওয়ার্ল্ড পুলে প্রথম কৃত্রিম ঢেউয়ের সূচনা ঘটে। আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রযুক্তিটি দিন দিন বেশ জনপ্রিয়তা পায়। যদিও কৃত্রিম ঢেউগুলো ছিল তখন বড়জোড় হাঁটু সমান। পরে ডিজনির তাইফুন লেগুন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা কৃত্রিম ঢেউ প্রযুক্তির আরো উন্নয়ন ঘটায়। তারই ধারায় আসে ঢেউয়ের আকার, প্রকার এবং শক্তিতে পরিবর্তন। ওশান ডোম হলো একমাত্র ওয়াটার পার্ক যেখানে ঢেউয়ের মাথায় চড়ে

সার্ফিং করতে পারবেন। কৃত্রিম ঢেউয়ের এই ম্যাজিক এবং মেকানিক্স ডিজাইন করেছে মিতসুবিশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপ।

ওশান ডোমের পুল একবারে ১৩৫০০ টন পানি ধারণ করতে পারে। পানির গভীরতা সর্বোচ্চ ১০ ফুট। ঢেউ তৈরির জন্য রয়েছে ২০টি পাম্প। প্রতিটি কৃত্রিম ঢেউ তৈরির জন্য একটি পাম্প হতে ১৮০০ টন পানি সরবরাহ প্রয়োজন। ঢেউয়ের উচ্চতা সাধারণত ৬ ফুট।

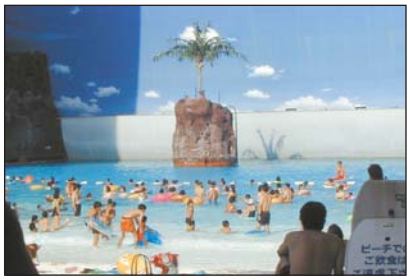

কখনো কখনো সার্ফিংয়ের জন্য ৮-১০ ফুটও হয়ে থাকে। সমুদ্রের তীরে ছড়ানো আছে সাদা বালুর তট। মাথার উপরে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় চলমান ছাদ। তবে এর বিশেষ ডিজাইন শৈলীর কারণে মনে হতে পারে বিশাল স্থায়ী নীলাকাশ। দিনের বেলায় আবহাওয়া ভালো থাকলে ছাদটি খুলে দেয়া হয়। সাগর পারের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রতিমুহূর্তে তাপমাত্রা, বাতাসের বেগ ও আর্দ্রতা সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ওশান ডোম তৈরিতে খরচ হয়েছে মাত্র দুই বিলিয়ন ডলার। এটি ১৯৯৩ সালে সাধারণের জন্য খুলে দেয়া হয়। ইনডোর সমুদ্রে প্রবেশ ফি ৫০ ডলার। তবে এটি যদি বেশ চড়া মনে হয় তবে সোজা হেঁটে চলে যান ৩০০ মিটার, পাবেন সত্যিকার প্রাকৃতিক সমুদ্র। এর প্রবেশ ফি নেই, ফ্রি।

বিল গেটস্ কতটা ধনী?

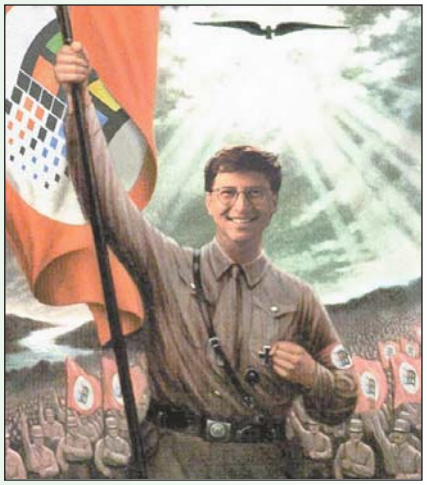

- বিল গেটস্ প্রতি সেকেন্ডে আয় করেন ২৫০ ইউএস ডলার । সে হিসেবে দিনে ২০ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং বছরে ৭.৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার।
- বিল গেটসের পকেট থেকে অসতর্কতায় ১০০০ ডলার মেঝেতে পড়ে গেল। কি মনে হয়, তিনি তা তুলবেন? সত্যি কথা হলো ১০০০ ডলার তোলার চেষ্টা দূরের কথা, চিন্তাও করবেন না বিল গেটস্। কারণ মেঝে থেকে তুলতে সময় ব্যয় হবে ৪ সেকেন্ড, ততক্ষণে তিনি আয় করে ফেলবেন আরো ১০০০ ডলার।
- বিভিন্ন ব্যাংক, এনজিও, সংস্থার কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের পরিমাণ প্রায় ৫.৬২ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার। এই ঋণ পরিশোধ করতে বিল গেটসের সময় লাগবে মাত্র ১০ বছরেরও কম।
- পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে ১৫ ডলার করে দেয়ার পরেও তার পকেটে আরো ৫ মিলিয়ন ডলার বাকি থেকে যাবে।
- মাইকেল জর্ডান হলেন আমেরিকার সর্বোচ্চ বেতনভুক্ত ক্রীড়াবিদ। যদি তার বার্ষিক আয় (৩০ মিলিয়ন ইউএস ডলার) কোনো খরচ ছাড়াই প্রতি বছর জমা করা হয়, বিল গেটসের সমপরিমাণ অর্থের পাহাড় ছুঁতে তাকে আরো ২৭৭ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
- বিল গেটসের যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আছে, সেগুলো যদি একটি দেশের মোট সম্পদের পরিমাণের সঙ্গে তুলনা করা হয়, অর্থাৎ বিল গেটস যদি একটি দেশ হতো তবে তা হতো পৃথিবীর ৩৭তম ধনী দেশ।
- বিল গেটসের মোট সম্পদের পরিমাণকে যদি ১ ইউএস ডলার নোটে পরিবর্তন করা হয়, এই ১ ডলার পরপর সাজিয়ে তৈরি রাস্তা পৃথিবী থেকে চাঁদে ১৪বার আসা-যাওয়ার সমান দীর্ঘ হবে। এই রাস্তা তৈরি করতে সময় লাগবে ১৪০০ বছর এবং সমস্ত ডলার নোট বহন করতে বোয়িং-৭৪৭ প্লেন লাগবে মোট ৭১৩টি ।

- বিল গেটস্ এ বছর চল্লিশে পা দিলেন। যদি তিনি আরো ৩৫ বছর বেঁচে থাকেন, মৃত্যুর আগে পুরো সম্পদ ভোগ করতে হলে তাকে প্রতিদিন ব্যয় করতে হবে ৬.৭৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার।

শেষ কথা

দুনিয়া জুড়ে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইউজাররা যদি প্রতিবার সিস্টেম হ্যাং হয়ে যাওয়ার শাস্তি হিসেবে বিল গেটসকে ১ ডলার করে জরিমানা করেন, তবে আগামী ৩ বছরের মধ্যে দেউলিয়া হবেন বিল গেটস।